তারিখ.. 04 APR 2016.....
পৃষ্ঠা ...... কলাম ......

যুগান্তর

এইচএসসির প্রথম দিনে বহিষ্কার ৪৩ : অনুপস্থিত ১২৮৮৭

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

শিক্ষকদের ওপর চড়াও হয়। কেন্দ্র সচিবের কক্ষ ঘেরাও করে। কিন্তু এতকিছুর পরও কারও বিরুদ্ধে কোনো অ্যাকশন নেয়া হয়নি। পরীক্ষা চলাকালে দেশের আর কোথাও থেকে কোনো অপ্রীতিকর কিছু ঘটার অভিযোগ পাওয়া যায়নি। তবে ভারি বর্ষণের কারণে সিলেটসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে পরীক্ষার্থীদের কেন্দ্রে যেতে ভোগান্তি পোহাতে হয়েছে। পরীক্ষা ঘিরে ব্যাপক নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল প্রায় সারা দেশের কেন্দ্রগুলোতে। নকল রোধে শিক্ষক, প্রশাসন ও বোর্ডের ভিজিলেন্স টিমও কাজ করে। এরপরও পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের দায়ে সারা দেশে ৪৩ পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়েছে। বগুড়ায় শাহজাহানপুরে আমাতন নেসা উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে দায়িত্বে অবহেলার দায়ে জাকারিয়া আল আমিন ও মেহেদী কবির নামে দুই শিক্ষককে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন স্থান থেকে দেখাদেখির পরিবেশে পরীক্ষা অনুষ্ঠানের অভিযোগ পাওয়া গেছে।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ রোববার রাজধানীর সিদ্ধেশ্বরী গার্লস কলেজ কেন্দ্র পরিদর্শনে যান। কিন্তু পরীক্ষার্থীদের অসুবিধার কথা বিবেচনায় এবারই প্রথম তিনি হলের ভেতরে প্রবেশ করেননি। হলের বাইরে বারান্দা দিয়ে হেঁটে ভেতরের পরিবেশ পর্যবেক্ষণ করেন। এছাড়া শিক্ষকদের সঙ্গে কথা বলে সমস্যা জানতে চান। পরে কেন্দ্রের সামনে অপেক্ষমাণ অভিভাবকদের সঙ্গে কথা বলেন। এ সময় তিনি বলেন, 'আমার ব্যক্তিগত অভিমত হচ্ছে পরীক্ষা ৫-৬ দিনের মধ্যে শেষ করা। সে সঙ্গে আমরা পরীক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তন চাই। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে— পরীক্ষা সংখ্যা কমিয়ে নিয়ে আসা। কেননা, দীর্ঘ পরীক্ষা অর্থহীন। আমরা চাই শিক্ষার্থীরা প্রকৃত অর্থে জ্ঞান অর্জন করতে পেরেছে কিনা তা যাচাই করে নিতে। এ লক্ষ্যে করণীয় নির্ধারণে, আমরা কাজ করছি।' তিনি মন্তব্য করেন, অভিভাবকদের জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দীর্ঘায়িত হয়। দুই সাবজেক্ট পরীক্ষার মাঝে সময়ের ব্যবধান ২ দিন হলে অভিভাবকরা প্রশ্ন করেন ৩ দিন বন্ধ দিলেন না কেন? তাদের চাপে পরীক্ষা দীর্ঘায়িত হচ্ছে। ধীরে ধীরে সময় কমিয়ে আনা হবে। তবে তা এখনই নয়। অভিভাবক ও দেশবাসীকে বিষয়টি বোঝানোর চেষ্টা করা হচ্ছে বলেও জানান তিনি।

এ বছর ৯ জুন পর্যন্ত উচ্চ মাধ্যমিকের তত্ত্বীয় পরীক্ষা চলবে। ২০ জুন পর্যন্ত চলবে ব্যবহারিক পরীক্ষা। অর্থাৎ এ পরীক্ষা শেষ হতে লাগছে পৌনে ৩ মাস।

এবারের এ পরীক্ষায় ৮ হাজার ৫৩৩টি প্রতিষ্ঠানের অনিয়মিত শিক্ষার্থীসহ ১২ লাখ ১৮ হাজার ৬২৮ পরীক্ষার্থী রয়েছে। এর মধ্যে প্রথম দিন ১০ লাখ ৩১ হাজার ৫৩ জনের অংশ নেয়ার কথা ছিল। কিন্তু ১০ লাখ ১৮ হাজার ১৬৬ পরীক্ষার্থী অংশ নেয়। পরীক্ষার ফরম পূরণ করেও ১২ হাজার ৮৮৭ জন অনুপস্থিত ছিল। যুগান্তর প্রতিনিধিদের পাঠানো প্রতিবেদন ও আন্তঃশিক্ষা সমন্বয় সাবকমিটির তথ্য অনুযায়ী, পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের দায়ে সারা দেশে ৪৩শিক্ষার্থী বহিষ্কৃত হয়েছে। এরমধ্যে সবচেয়ে বেশি কারিগরি বোর্ডে ৩২ জন। মাদ্রাসা বোর্ডে ৮ জন, রাজশাহী, যশোর এবং দিনাজপুরে ১ জন পরীক্ষার্থী বহিষ্কৃত হয়।

এদিকে পরীক্ষাকে ঘিরে এক শ্রেণীর কলেজের দুর্নীতি এবারও শুরু হয়েছে। অভিযোগ পাওয়া গেছে, ঢাকা ও ঢাকার বাইরে বিভিন্ন এলাকার এক শ্রেণীর বাণিজ্যিক কলেজ পরীক্ষা কেন্দ্রে ছাত্রদের নকলে সহায়তা করছে। এক্ষেত্রে অবজেকটিভ প্রশ্নের উত্তর সেটওয়ারি চিরকুটে লিখে ছাত্রদের হাতে তুলে দেয়া হচ্ছে। এরপর ওই উত্তর হলের অন্যরা মিলেমিশে লিখছে। এ ব্যাপারে রোববার শিক্ষামন্ত্রী হুশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, আমাদের মাঝে কিছু শিক্ষক রয়েছেন যারা শিক্ষকসুলভ আচরণ করছেন না। যার কারণে শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে। এ সময় তিনি প্রশ্নফাঁস তো দূরের কথা, গুজব ছড়ানোর চেষ্টাকারীদের বিরুদ্ধেও কঠোর ব্যবস্থা নেয়ার ঘোষণা দেন।

এদিকে শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করেছে, বাংলা পরীক্ষার সৃজনশীল অংশের প্রশ্ন ভালো হলেও কঠিন হয়েছে এমসিকিউ প্রশ্ন। পটুয়াখালীর বাউফল ডিগ্রি কলেজের ছাত্রী শারমিন আক্তার জানান, এমসিকিউ প্রশ্ন অনেক ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে করা হয়েছে। এটি তাদের জন্য তুলনামূলক কঠিন হয়েছে। ঢাকার বিভিন্ন কেন্দ্র থেকেও পরীক্ষার্থীরা একই অভিযোগ করেছে।

কেন্দ্রে ঢুকলেন না শিক্ষামন্ত্রী : অন্যান্য বছর পরীক্ষা কক্ষে ঢুকলেও এবার শিক্ষামন্ত্রী বারান্দা দিয়ে হেঁটে পরীক্ষার্থীদের খোঁজখবর নেন। তিনি বলেন, মন্ত্রীদের পরীক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শন বহুকালের প্রচলিত রেওয়াজ। কিন্তু আগে মিডিয়ার সংখ্যা এত ছিল না। দু-চার, পাঁচ-দশটি ছিল। চোখে লাগত না। ভাগ করে গেলে আর সমস্যা হতো না। এখন আমরা যদি ৫০ জন লোক ঢুকি আর যদি ৫০ জন ছাত্র থাকেন তারা স্বাভাবিকভাবেই বিরক্ত হবে। তাদের মন অন্যদিকে যেতে পারে। এতে তাদের মধ্যে প্রভাব পড়তে পারে। এ বাস্তবতার কারণে এবার আমরা ভেতরে ঢুকছি না। তবে সাংবাদিকরা পরীক্ষা কেন্দ্র থেকে প্রয়োজনমতো ছবি তুলতে পারবেন। কেন্দ্র সচিবের সঙ্গে কথা বলে তথ্য নিতে পারবেন।

বৈঠকে ... থাকার পক্ষে মত দিয়েছেন।

বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন, ব্যারিস্টার জমির উদ্দিন সরকার, আ স ম হান্নান শাহ, নজরুল ইসলাম খান, ড. আবদুল মঈন খান, ভাইস চেয়ারম্যান শাহ মোয়াজ্জেম, আবদুল্লাহ আল নোমান, আলতাফ হোসেন চৌধুরী, মেজর (অব.) হাফিজ উদ্দিন আহমদ, সেলিমা রহমান, চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা খন্দকার মাহবুব হোসেন, আবদুল আউয়াল মিন্টু, শামসুজ্জামান দুদু, ড. ওসমান ফারুক, মীর মোহাম্মদ নাসির, মেজর জেনারেল রুহুল আলম চৌধুরী, অধ্যাপক এজেডএম জাহিদ, সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী, যুগ্ম মহাসচিব মোহাম্মদ শাহজাহান, আমান উল্লাহ আমান, সাংগঠনিক সম্পাদক ফজলুল হক মিলন, গোলাম আকবর খন্দকার প্রমুখ।

দ্বিতীয় দফা নির্বাচনেও ব্যাপক সহিংসতা ও অনিয়মের পর নির্বাচন বর্জনের চিন্তাভাবনা করে দলটি। নির্বাচন বর্জন না করতে জাতীয়তাবাদী ঘরানার কয়েক বুদ্ধিজীবী দলের চেয়ারপারসনকে পরামর্শ দিয়েছেন। শনিবার রাতে গুলশান কার্যালয়ে খালেদা জিয়ার সঙ্গে সাক্ষাত করে এই পরামর্শ দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি প্রফেসর এমাজউদ্দীন আহমদ। বর্জন না করে কিভাবে সরকার ও ইসির ওপর চাপ প্রয়োগ করা যায় সেই কৌশল নেয়ার আহ্বান কথা জানাম তিনি। তবে কেউ কেউ নির্বাচন পুরোপুরি বর্জন না করে নতুন কৌশল নেয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। পরবর্তী ধাপ থেকে দলীয় প্রতীকে কোনো প্রার্থী না দিয়ে স্বতন্ত্রভাবে নির্বাচনে অংশ নেয়া যায় কিনা সে ব্যাপারেও